দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 NOV 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ... ৭ ...

দেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ ছেলে-মেয়েরা স্কুল ছেড়ে নানা পেশায় লিপ্ত

মিজানুর রহমান তোতা ঃ দেশে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গত জুলাই '৯৮ মাস থেকে বন্ধ রয়েছে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের একটা অংশ স্কুল থেকে ঝরে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। কবে নাগাদ পুনরায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হবে কিংবা আদৌ চালু হবে কিনা তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে মোট প্রায় ৩৭ হাজার সরকারী ও প্রায় ২০ হাজার বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কম্যুনিটি, স্যাটেলাইট ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার মধ্যে ১৭ হাজর ৪শ' ৩টি বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্পভুক্ত হবার সুযোগ পায়। কর্মসূচীটি চালু হয় ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে। প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের মোট প্রায় ৫৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় ২৩ লাখ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি মাসে মাথাপিছু ১৫ কেজি হারে গম বা চাল পেয়ে আসছিল। এই সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। ঐসব পরিবার তাদের সন্তানদের শিশুশ্রমে নিয়োজিত না করে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হয় তার জন্যই মূলত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়েছিল। কর্মসূচীর ফলে ব্যাপক সাড়া পড়ে গ্রাম এলাকার দরিদ্র পরিবারে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার জন্য খাদ্য না দেয়ায় বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না। দুস্থ বিধবা মহিলা, দিনমজুর, অস্বচ্ছল, পেশাজীবী ও ভূমিহীন পরিবারে চলছে দারুণ অভাব। দু'বেলা দু'মুঠো খাবার সন্তানদের দিতে পারছে না অনেক পরিবার। নানা অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির ফলে এমনিতেই গম কম পেতেন তারা। তার পরেও কষ্ট করে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পের গম বিতরণ বন্ধ হওয়ায় অনেক পরিবার জীবিকার তাড়নায় শিশু-কিশোরদের স্কুলে না পাঠিয়ে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য দেয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর কত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়েছে তার হিসাব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বহু। গত কয়েক মাস প্রতিনিয়ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা অফিসার ও অভিভাবকরা জেলা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করে শুধু জানতে পারছেন 'বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না– ওপর থেকে কিছু জানানো হচ্ছে না।'

গত ৪ নভেম্বর শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্পের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করে বলেন, 'আপাতত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ রয়েছে। তবে একনেকে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনও কিছু জানা যায়নি। চালু হলে বকেয়াসহ খাদ্য দেয়া হতে পারে।' ঐ প্রকল্পের খাদ্য বিতরণে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থার ব্যাপারে প্রচুর অভিযোগপত্র সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা আছে বলে সূত্র জানায়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রকল্পের কর্মসূচী যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন না বলে অভিযোগ।

সরেজমিনে যশোরের কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছি। সবার একই কথা– 'গম না পাওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে'। মনিরামপুর থানার লাউড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাঝ লাউড়ি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসে না গম বন্ধ হওয়ায়। অভাবের কারণে ক্লাস ফাইভের ছাত্র আশিকুর গ্যারেজ, রণজিত কৃষিকাজ, মেহেরুন গৃহপরিচারিকার কাজ করছে। তৃতীয় শ্রেণীর তৌহিদ, রাজু, জাকিয়া, রাফেজা, রবিউল স্কুলে আসে না। লাউড়ি গ্রামের গোলাম মোস্তফার পুত্র আজহারুল ক্লাস ফাইভে পড়ত। মেধাবী ছাত্র ছিল সে। অভাবের জন্য মাঠে কাজ করছে। আব্দুস সাত্তারের পুত্র তজিবর ভ্যান চালাচ্ছে। ঐ গ্রামের ঈমান আলী মারা যাবার পর তার পুত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জাফর এখন ভ্যান চালাচ্ছে পেটের দায়ে। স্কুল ছেড়ে এমন অনেকেই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়েছে।